



183100 - ব্যবসায়িক মধ্যস্বত্বভোগী ও দালালের কিছু মাস্যালার বধিান

প্রশ্ন

উভয়পক্ষ থেকে দালালেরি কমিশিন গ্রহণ করার বধিান কী? অথবা একপক্ষকে না জানিয়ে অপর পক্ষ থেকে কমিশিন নেওয়ার বধিান কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

শর্ত মোতাবেক বা লোকরীতি মোতাবেক ক্রতো বা বক্রিতো কথিবা উভয়েরে কাছ থেকে দালালেরি জন্য কমিশিন গ্রহণ করা জায়যে। এটি মালকৌ মাযহাবরে অভিমিত। যদি কোনে শর্ত বা লোকরীতি না থাকে তাহলে তাদরে মতে বক্রিতো এটি প্রদান করবে।

ড. আব্দুর রহমান ইবনে সালহে আল-আত্বরাম হাফযিহুল্লাহ বলেন: ‘যদি কোনে শর্ত এবং লোকরীতি না থাকে তাহলে অগ্রগণ্য অভিমিত হচ্ছো এই য়ে: ক্রতো-বক্রিতোর মাঝে য়ে তাকে দালাল নযিক্ত করছে সে তার পারশ্রিমকি দবিবে। যদি বক্রিতো তাকে দালাল নযিক্ত করে তাহলে বক্রিতো পারশ্রিমকি দবিবে। যদি ক্রতো তাকে দালাল নযিক্ত করে তাহলে ক্রতোর উপর পারশ্রিমকি আবশ্যক হবে। আর যদি উভয়ে তাকে দালাল নযিক্ত করে তাহলে উভয়েরে মলি তার পারশ্রিমকি প্রদান করবে।’[আল-ওয়াসাত্বাহ আত-তজারয়িয়াহ (পৃ. ৩৮২) থেকে সমাপ্ত, আরো দেখুন: হাশিয়াতুদ দুসূকী (৩/১২৯)]

ফতোয়া বযিয়ক স্থায়ী কমটি (১৩/১২৯)-তে এসছে: ‘দালাল কী পরমাণ কমিশিন নবিবে সটে নিয়ে অনকে মতভদে দখো গয়িছে। কখনো ২.৫% আবার কখনো ৫% নচ্ছি। শরীয়ত অনুযায়ী সে কতটুকু নবিবে? নাকি এটি বক্রিতো ও দালালেরে মধ্যকার চুক্তি মোতাবেক হবে?

উত্তর ৮,৯: যদি দালাল, বক্রিতো ও ক্রতোর মাঝে কোন চুক্তি থাকে য়ে দালাল ক্রতো থেকে বা বক্রিতো থেকে অথবা উভয়েরে থেকে নরিদষ্টি পরমাণ কমিশিন গ্রহণ করবে তাহলে সটে জায়যে। দালালেরে কমিশিনেরে নরিদষ্টি কোনে পারসনেটজি নাই। বরং য়ে ব্যক্তি কমিশিন প্রদান করবে তার সাথে চুক্তিও সে যা দতি রাজী সটোই জায়যে হবে। কনিতু সটে লোকাচারেরে সীমারখোয় হওয়া উচতি; যাত করে দালাল ক্রতো-বক্রিতোর মাঝে ক্রয়-বক্রয় সম্পন্ন করার জন্য য়ে



পরিশ্রম ও দালালি করছে এর বিপরীতে সে লাভবান হয়। আবার এতে করে যেন কর্তো বা বিক্রতোর উপর স্বাভাবিকরে চয়ে বশো ধার্য হয়ে তাদরে কটে ক্ষতগ্রিস্ত না হয়।’[সমাপ্ত][বকর আবু যাইদ, সালহে আল-ফাওয়ান, আব্দুল আযীয আলুশ শাইখ, আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায]

দুই:

যদি দালাল কর্তো ও বিক্রতোর মধ্যে কোনো একজনরে দালালি করে তাহলে তার জন্য অন্য পক্ষরে সাথে মূল্য বৃদ্ধি অথবা হ্রাসরে লক্ষ্যে যোগসাজশ করা জায়যে নাই। কারণ এটি ধোঁকা ও আমানতরে খয়োনতরে অন্তর্ভুক্ত। বিশেষতঃ যদি দালাল নিজইে ক্রয়-বিক্রয়রে চুক্তি সম্পন্ন করে। কেননা সক্ষেত্রে সে উকলি (এজেন্ট)। আর উকলি আমানতদার। সে যা লাভ করবে সেটি তার মক্কলে প্রাপ্য।

‘মাত্বালবি উলনিহা’ গ্রন্থে (৩/১৩২) এসছে: ‘উকলি যে বিক্রতো থেকে ক্রয় করেছে সেই বিক্রতো উকলিকে কোন উপহার দলি সেটি মূলচুক্তিতে যুক্ত হবে; যহেতে সেই উপহার উকলিরে মক্কলে প্রাপ্য।’

যদি তার ভূমিকা কেবল কর্তো অথবা বিক্রতো খোঁজ করে দেওয়ার মধ্যে সীমিত থাকে, চুক্তিকরা নয় এবং তাকে কোন দর নির্ধারণ করে দেয়া না হয়, বরং তাকে বলা হয় ক্রয় বা বিক্রয়ে সবচেয়ে ভালো দাম সন্ধান করতঃ; তাহলে তার মক্কলে ছাড়া অন্য কারো সাথে কোন যোগসাজশ করা ধোঁকা ও খয়োনত বলে গণ্য হবে।

তবে ফকীহদের মাঝে কটে কটে সাধারণভাবে দালালিকে পারিশ্রমিকরে বনিমিয়ে এজেন্ট হওয়া হিসেবে গণ্য করেন। [দখুন: ড. আব্দুর রহমান ইবনে সালহে আল-আত্বরাম ‘আল-ওয়াসাত্বাহ আত-তজিরয়িয়াহ’ (পৃ. ১১৫)]

তনি:

যদি দালাল নির্দিষ্ট কমিশনরে বনিমিয়ে কোনো এক পক্ষরে হয়ে কাজ করেন তাহলে তার জন্য অপর পক্ষকে সেটা জানানো আবশ্যিক নয়; এমনকি যদি ঐ কমিশন পণ্যরে মূল্যে সংযুক্ত করা হয় তবুও। তবে যদি এত বশো পরিমাণ বৃদ্ধিকরা হয় যে, এতে ঠক খাওয়ার মত তাহলে এটি নিষিদ্ধ হবে।

বিক্রতো যদি বলে: তুমি একশতে এটি বিক্রি করবে, তোমার জন্য এর মধ্যে দশ থাকবে, আর পণ্যরে মূল্য বাজারে নব্বই থাকে, তাহলে কর্তোকে দালালির কমিশনরে বিষয়ে জানানো আবশ্যিক হবে না; যদি কর্তো মূল্যরে ব্যাপারে তুষ্ট থাকে এবং এতে কোনো ধরনের ধোঁকা ও প্রতারণা না করা হয়।

একদল ফকহি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, দালালরে পারিশ্রমিক এমন খরচরে অন্তর্ভুক্ত যা মুরাবাহা বিক্রয়ে পণ্যরে মূল্যরে সাথে যোগ করা হয়। অথচ এই বিক্রয় প্রক্রিয়া মূল্য সম্পর্কে সত্য বলার আমানতরে উপর নির্ভরশীল। সুতরাং

দরকষাকষির বক্রিয়সমূহে মূল্যের সাথে দালালের পারিশ্রমিক যোগ করা আরও অগ্রাধিকারযোগ্য, যে শ্রমীর বক্রিয় মূল্য জানানো বাধ্যতামূলক নয়।

কাসানী মুরাবাহা বক্রিয় সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলছেন: "মূল দামের সাথে নমিনকৃত খরচ যোগ করতে কোনো বাধা নেই: ধোপা, রঙমসিতরি, পরচ্ছিন্নতা কর্মী, দরজি, দালাল ও রাখালের পারিশ্রমিক। তাছাড়া ভাড়া, দাসদের খাবার ও পোশাকের খরচ এবং তাদের আবশ্যকীয় অন্যান্য প্রথাগত খরচ। এছাড়াও পশুদের খাদ্যের খরচ।

প্রচলিত রীতিকে বিবেচনা করে এই সবকিছু ধরই মুরাবাহা ও তাওলিয়া পদ্ধতিতে বক্রিয় করা যাবে। কারণ ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রচলিত রীতি হলো যে তারা এসব খরচকে মূল দামের সাথে যোগ করে এবং মূল দামের অংশ হিসেবে গণ্য করে।"["বাদায়াউস সানায়ি" (৫/২২৩) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ খালদি আল-মুশাইকহি হাফিয়াহুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল:

‘প্রাচ্যের কোনো একটি দেশে আমার একটি অফিস আছে। এ অফিসের কাজ হচ্ছে ক্রো-বক্রিতোর মাঝে উকলি হিসেবে ভূমিকা পালন করা। ক্রো যে কোনো দেশে থেকে আসে। আমি তাকে ক্রয় করা ও পণ্য বোঝাইয়ে সহায়তা করি। এর বিনিময়ে আমার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ কমিশন রয়েছে। এই কমিশন কি হালাল; নাকি হারাম? আমি যদি ক্রয়বক্রিয়ের চুক্তি লিখি ও এতে ক্রোর সম্মতির পর কারখানা থেকেও কমিশন গ্রহণ করি কিন্তু এই কমিশন নওয়ার ব্যাপারে ক্রো না জানে থাকে? আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

তিনি উত্তর দেন:

‘আপনি যে কমিশন গ্রহণ করছেন তা দালালি ও মধ্যস্বতভোগ। এটি মৌলিকভাবে জায়েয। কারণ আল্লাহ তা’আলা বলছেন: “হে ঈমানদারগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূরণ করো।”[সূরা মায়দা: ১] তিনি আরো বলছেন: “আল্লাহ বক্রিয়কে হালাল করছেন; আর সুদকে হারাম করছেন।”[সূরা বাকারা: ২৭৫] এছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “মুসলিমরা নজিদের (চুক্তিপত্রের) শর্তগুলো পালন করতে বাধ্য।”[হাদীসটি তিরমযী (১৩৫২) ও আবু দাউদ (৩৫৯৪) এবং এই দুজন ছাড়া অন্যরা আমর ইবনে আউফ আল-মুযানী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন] তবে যদি কোনো শর্তের ফলে শরীয়ত লঙ্ঘিত হয়, যমেন: এমন শর্ত করা যা দেশের প্রণীত আইনের বিরোধী অথবা ক্রো-বক্রিতোর মধ্যকার রীতির বিপরীত প্রভৃতি। বিষয়টি হলো যদি ক্রো-বক্রিতোর মধ্যকার প্রচলন অথবা তাদের মধ্যকার চুক্তি অথবা সে দেশের প্রচলনের বিপরীত হয় এবং দালালের জন্য ক্রোর পক্ষ থেকে কমিশন নওয়ার পরে কারখানা থেকে কমিশন নওয়া বৈধ না থাকে বা অনুরূপ কিছু হয়ে থাকে; তাহলে জায়েয হবে না। আর যদি এমন কিছু না থাকে তাহলে মৌলিকভাবে সেটি বৈধ।”[ফাতাওয়াল ইসলাম আল-ইয়াওম থেকে সমাপ্ত]



তবে পূর্ববোক্ত হুকুম থেকে এ অবস্থাটিকে বাদ দিতে হবে যদি দালাল নজিরে পারশিরমকিরে মাত্রা বৃদ্ধি করে কথিবা নজিরে স্বার্থে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তিতে হস্তক্ষেপে করে ক্রতোর অথবা চুক্তিকারীর ক্ষতি করে; তাহলে সটে অবশ্যই বধৈতার অন্তর্ভুক্ত হবে না।

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-মুখতার আশ-শাঙ্কীত্বী হাফযিহুল্লাহ বলেন:

‘কটে যদি একশ রয়্যালরে বনিমিয়ে একটি জমি বিক্রি করতে চায় তখন যদি অন্য একজন তাকে বলে: আমি একশ বশি রয়্যাল দিয়ে বিক্রি করে দবি এবং ক্রতোককে বলব যে জমির মালিক একশ বশি রয়্যাল চায়, এভাবে বিক্রয় সংঘটিত হয় এবং সে বিক্রতোককে একশ রয়্যাল দিয়ে নজিরে বশি রয়্যাল নেয়, এর সাথে ক্রতোর থেকেও কমশিন নেয়; তাহলে এটা কি সঠিক হবে? আল্লাহ আপনাদেরকে নকী প্রদান করুন।’

তনি উত্তর দনে: ‘এই প্রশ্নেরে ভতেরে একাধিক প্রশ্ন আছে:

প্রথমতঃ যদি জমির প্রকৃত মালিক আপনাকে বলে: একশ রয়্যাল এটি বিক্রি করো, তাহলে আপনি আপনার মুসলমি ভাইদরে অধিকারগুলো রক্ষা করবেন। বিশেষতঃ যদি দেখতে পান যে এই জমিগুলো তাদের প্রয়োজন কথিবা যারা আপনার কাছ থেকে কনিবে তাদের অর্থ সংকট রয়েছে। এমন ক্ষত্রে আপনার উচিত আল্লাহকে ভয় করা। যহেতু এটি সাধারণ মুসলমানদের প্রতিকল্যাণকামতির অন্তর্ভুক্ত।

কোনো ব্যক্তির জন্য নজিরে ভাইদের অধিকার ও প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টিপাত না করে অতমিত্রায় লোভী হওয়া উচিত নয়। যদি অন্য কটে তার সাথে এমনটি করত তাহলে সে এর প্রতিন্তুষ্টি হত না। মুসলমি নজিরে জন্য যা ভালোবাসে, তার মুসলমি ভাইদের জন্যও তা ভালোবাসবে। নজিরে জন্য যা অপছন্দ করে, তার মুসলমি ভাইদের জন্যও তা অপছন্দ করবে। সুতরাং অল্প মূল্যে বিক্রি করার সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অতি লাভে বিক্রি করা তার জন্য উচিত নয়। ...’

এক পর্যায়ে তনি বলেন: ‘উত্তম হচ্ছে: ব্যক্তি তার ভাইদের ক্ষত্রে আল্লাহকে ভয় করবে। সে ব্যক্তিগত লাভের জন্য বাজারকে ক্ষতগ্রস্ত করবে না।’[যাদুল মুস্তাক্বনী গ্রন্থেরে ব্যাখ্যা থেকে সমাপ্ত]

এছাড়া আরো যে বিষয়টি বধৈতার অন্তর্ভুক্ত হবে না সটে হচ্ছে: যদি ক্রতো বন্ধু বা আত্মীয় হয়ে থাকে যে দালালেরে ব্যাপারে সুধারণা রাখে। সে যদি দালাল ও কমশিন গ্রহণেরে বিষয়টি না জনে থাকে তাহলে পণ্যেরে ব্যাপারে দালালেরে প্রশংসা করা ও পণ্যটি তার কাছে পশে করা তাকে ধোঁকা দেওয়ার নামান্তর।

ড. সালাহ সাওয়ীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল:

‘আমি ক্রতোককে না জানিয়ে কিছু অর্থ কমশিন হিসেবে নিয়েছি। এটি কি হারাম; নাকি হালাল?’



তিনি উত্তর দনে: ‘দরুদ ও সালাম আল্লাহর রাসূল, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবী এবং তাদের মত্ৰিদরে প্রতী। পর সমাচার:

মটৌকিভাবে দালালরি কমশিন বধৈ, যদি য়ে বাণজ্জিয চুক্তরি দালাল কিরা হচ্ছৈ সটৌ শিরয়িতসম্মত হয়ে থাকে। কনিতু আপনি য়ে প্রশ্ন করছেন সটৌর হুকুম অবস্থাভদে ভনিন ভনিন হবৈ। যদি ক্রতৌর সাথে আপনার পূর্ব থকেই ভালো সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব থাকার কারণে সৈ আপনার কাছ থকে আশা করে য়ে আপনি কোনো বনিমিয় ছাড়া স্বতঃপ্রণোদতি হয়ে কাজটি করে দচ্ছৈ তাহলে আপনার জন্য এই কমশিন গ্রহণ করা সমীচীন নয় যা ক্রতো আশা করেনে না। আর যদি বিষয়টি এমন না হয়ে থাকে, তাহলে মটৌকি বধৈতা জারি থাকবৈ। আল্লাহ তা’আলা সর্বোচ্চ ও সর্বজ্ঞঃ।[সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।